প্রথম আলো

তারিখ 12 APR 2016
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ২

ঝিনাইদহে এক মাসে তিন কলেজছাত্র অপহরণ!

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঝিনাইদহ ●

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌর এলাকা থেকে গত রোববার বিকেলে পুলিশ পরিচয়ে সোহানূর রহমান (১৬) নামে এক কলেজছাত্রকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান মেলেনি। সে শহরের শহীদ নূর আলী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

এ নিয়ে এক মাসে কালীগঞ্জ পৌর এলাকা থেকে তিনজন কলেজছাত্রকে পুলিশ পরিচয়ে অস্ত্রের মুখে তুলে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেল। তিনটি অভিযোগের বিষয়েই পুলিশ নিজেদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছে। পুলিশের দাবি, তারা গত এক মাসে কালীগঞ্জ পৌর এলাকায় কোনো অভিযান চালায়নি। আবার পুলিশ থানায় কোনো জিডি নেয়নি বলে অভিযোগ করেছে দুই ছাত্রের পরিবার।

গত ১৮ মার্চ দুপুরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় চাপালী গ্রামের ইসলাম আলীর ছেলে আবুজার গিফারীকে (২২)। তিনি যশোর এম এম কলেজের স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। ২৪ মার্চ বিকেলে বাকুলিয়া গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে শামীম হোসেনকে (২০) পুলিশ পরিচয়ে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ঝিনাইদহ সরকারি কে সি কলেজের ছাত্র। গতকাল পর্যন্ত এঁদের একজনেরও সন্ধান পায়নি পরিবার। তিন ঘটনায়ই পুলিশ পরিচয়দানকারীরা সাদাপোশাকে ছিলেন।

অপহৃত ছাত্রদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আবুজার গিফারী শিবিরের কালীগঞ্জ পৌর শাখার সভাপতি, শামীম হোসেন সংগঠনটির কর্মী। তবে সোহানূর রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বলে তার পরিবার জানিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার বিকেল পাঁচটার দিকে ঈশ্বরবা-জামতলা এলাকায় একটি দোকানে বসে ছিল সোহানূর। এ সময় কালীগঞ্জ শহর থেকে একটি ইজিবাইকে করে চারজন লোক এসে নিজেদের পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং অস্ত্রের মুখে সোহানূরকে তুলে কালীগঞ্জের দিকে চলে যায়। সোহানূরের মা পারভীনা বেগম বলেন, তাঁর ছেলে কোনো রাজনীতি করে না। কোনো মামলাও নেই তাঁর বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে থানায় জিডি করতে গেলে পুলিশ তা নেয়নি।

চাপালী গ্রামের ইসলাম আলী বলেন, ১৮ মার্চ জুমার নামাজ পড়ে ফেরার সময় বাড়ির সামনে অপেক্ষমাণ দুটি মোটরসাইকেলে চারজন লোক ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে গিফারীকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। কালীগঞ্জ থানায় জিডির আবেদন করলে পুলিশ তা লিপিবদ্ধ করেনি।

শামীম হোসেনের বাবা বাকুলিয়া গ্রামের রুহুল আমিন বলেন, তাঁর ছেলে ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় কালীগঞ্জ শহরের মাহতাব উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেখানে অপেক্ষায় থাকা কয়েক ব্যক্তি তাঁকে অস্ত্র দেখিয়ে তুলে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় তাঁর পরিবার থানায় কোনো জিডি করতে যায়নি।

কালীগঞ্জ থানার ওসি আনোয়ার হোসেন বলেন, 'থানায় কেউ অভিযোগ নিয়ে আসেনি। রোববার একজন কলেজছাত্রকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে বলে শুনেছি। তবে পুলিশের কেউ এই নামে কাউকে আটক করেনি।'